গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩ পশ্চিমপার্শ্ব)
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
www.abak-rdcd.gov.bd

স্মারক নং- আবাআখা/উন্নয়ন/ বা:ক:স:চুক্তি/৫৭৬৫(অংশ)/২০১৯- ৬৮৭৬ তারিখ: ০৭.০৭.২০২০ খ্রি.।

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এর তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্রঃ পউসবি'র স্মারক নং- ৪৭.০০.০০০০.০৩৩.১৬.০৮৮.২০-২১; তারিখঃ ০৫ জুলাই ২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ।

৭.৭.২০২০

(আকবর হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৯৩৬২৭১২
ফ্যাক্স: ৯৩৪৮২০৬
headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব নাহরিন সুলতানা, সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ]

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্পের নাম	: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্পের মোট ব্যয় ও অর্থের সংস্থান	: ৮০১০২৭.০৫ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন।
প্রকল্প এলাকা	: দেশের ৬৪ জেলার ৪৯০ টি উপজেলা ৪৫৫০ টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের সকল এলাকা।

প্রকল্পের রুপকল্প :
বহুমুখি কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকায়ন সুনিশ্চিত করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন ।

প্রকল্পের অভিলক্ষ্য:
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে বিনিয়োগযোগ্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারভোগী সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা সুসংহতকরণ;
২. উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;
৩. দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনপূর্বক তা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী আয় সৃজন;
৪. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি প্রতি ন্যূনতম ৫ জন সদস্যকে পরামর্শক এবং প্রযুক্তি সহায়তাকারী হিসেবে গড়ে তোলা;
৫. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গতিশীল করা;
৭. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোকে স্থানীয় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
৮. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল:
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বহুমাত্রিক ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন হল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কিছু কর্মকৌশলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো:

১। গ্রাম নির্বাচন:
প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচনের মাপকাঠি ছিল:
১. দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা;

২. শিক্ষার অপ্রতুলতা;
৩. নিয়মিত কাজের অভাব/অনিশ্চিত জীবিকা;
৪. জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত গ্রাম;
৫.অঞ্চলভিত্তিতে অনগ্রসরতার কোন বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য;
তবে ৩য় সংশোধনীতে দেশের সকল গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সমিতি গঠন করে দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।

২। **প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ড:**
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে/শনাক্তকরণে একটি মানদন্ড অনুসরন করা হয়ে থাকে, তা হলো:

* দরিদ্র পরিবার (মহিলা পরিবার প্রধান: ০-০.৫০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-১
* দরিদ্র পরিবার (অনূর্ধ্ব ০.৩০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-২
* দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ০.৫০একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-৩
* চর ও পাহাড়াঞ্চলে দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর) জমির মালিক অগ্রাধিকার-৪

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনক্রমেই যাতে গ্রামের সচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা তাদের পোষ্য উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। মানদন্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ সদস্য। তবে ভৌগলিক বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায়, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে সর্বনিম্ন ৩০ জন সদস্য নিয়েও গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। তবে নারী পুরুষ অনুপাত ঠিক রাখা হয়।

৩। **উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:**
উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে সভা করে উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকেন। প্রতি পরিবার হতে একজন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পান। সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত হতে হবে ২:১।

৪। **গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি:**
গ্রামে প্রকাশ্য সভায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক একটি অথবা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশী হলে একাধিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। প্রতি গ্রাম সমিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন ম্যানেজার নির্বাচন করা হয়। গ্রাম সমিতির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পারিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা, অবাধ মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) আরো বেশি সুসংহত করার লক্ষেই এ সংগঠনের সৃষ্টি।

৫। **উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এন্ট্রি:**
সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের মধ্যে তাদের পেশা, জীবিকা, আয়, সম্পদ, পরিবারের সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। প্রতি গ্রাম সমিতির সদস্যদের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে অনলাইনে সমিতি তৈরীর কাজটি করেন প্রকল্পের কর্মীগণ। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং থাকার কারণে প্রকল্পের ডাটাবেজ সফটওয়ারে সমিতি তৈরী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক সাইডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমিতির নামে একটি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তৈরী হয়।
অনলাইন সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত সকল উপকারভোগীর তথ্য বর্তমানে অনলাইন সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং তা যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে দেখতে পারেন।

৬। পুঁজি গঠনঃ

অনলাইনে সমিতি গঠন এবং ব্যাংক হিসাব তৈরী সম্পাদন হলে অংশীদারিত্ব মূলক পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ৩টি ধাপ রয়েছেঃ

ক) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ঃ

প্রকল্পের সদস্যগণ সপ্তাহে ৫০ টাকা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। প্রতি সদস্যকে একটি পাশবই প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাঠ সহকারী রশিদ দিয়ে সদস্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থ সংগ্রহ ও তা সদস্যের পাশ বহিতে লেখার কাজে সমিতির ম্যানেজার মাঠ সহকারীকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ সহকারী সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ উপজেলায় প্রকল্প কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীর নিকট জমা দিয়ে একটি রশিদ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারী গৃহীত সঞ্চয়ের অর্থ অনলাইনে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করেন। ব্যাংক হিসাবটি সমিতির নামে হলেও ঐ হিসাবে সকল সদস্যের পৃথক হিসাব রাখার জন্য লেজার সংরক্ষিত হয়। ফলে কোন সদস্য কবে কত টাকা জমা করলেন তা পৃথকভাবে দেখা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় জমা এক নাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে ২ বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

খ) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাসঃ

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাঁদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় হতে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি অর্থ ছাড়ের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদান করা হয়। কোন সদস্য বেশী সঞ্চয় করলেও মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে বোনাস প্রদান করা হয়। ব্যাংক হতে অনলাইনে এ অর্থ সমিতি তথা সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হয়। এ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য সমিতির সদস্যদের একটি মিউচুয়াল তহবিল গঠন করা। এ অর্থ সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হলেও এর মালিক সমিতি। কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এ অর্থ তুলতে পারবেন না। শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) সমিতির ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে আর্থিক সহায়তাঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতি সমিতিকে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু'বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে এ অর্থ যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য ২ বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে উঠছে। এ অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যগণ এ অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করেন। তহবিল গঠনের এ প্রক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭। প্রশিক্ষণ ও গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজনঃ

আয়বর্ধক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে সফল হতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন করে সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে একটি রিসোর্স টিম গঠন করে তার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই ৩য় সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে। একটি সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ভলানটিয়ার বা সেচ্ছাকর্মী হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। যাতে প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান নিজে প্রয়োজনের পাশাপাশি সমিতির অন্য সদস্যদের শেখাতে পারেন।

৮। সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠকঃ

প্রকল্পে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদস্যদের নিয়মিত উঠান বৈঠক। যা সমিতির সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, কাজের জবাবদিহিতা তৈরীতে সহযোগিতা কর। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋনের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্কশিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

৯। সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজনঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তহবিল ব্যবহারে সমিতির সদস্যদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। সমিতির সদস্যগণ উঠান বৈঠকে বসে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আয়বর্ধক খামার সৃজনে সমিতির তহবিল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্প অফিস বা উপর হতে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় না। উঠান বৈঠকে সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মীদের। সদস্যগণ তাদের বসতভিটা উপযোগী বিষয়ে খামার সৃজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১০। বিপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কার্যক্রম):

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য প্রতি উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে মার্কেটিং সেন্টার। এ মার্কেটিং সেন্টারের মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন বাজারজাত করার সকল সহযোগিতা পাবেন। ইতোমধ্যে ৪৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

১১। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন:

সরকারের ডিজিটার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পেও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে সকল সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ। সকল আ|র্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের দাপ্তরিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ব্যবহার/মোবাইল ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কেনাকাটায় ই-দরপত্র, নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি “নথি” ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা:

প্রচলিত উচ্চ সুদের ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয়’ মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;
২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি গঠন। যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% হবেন মহিলা;
৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির মিউচুয়াল তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্যন্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা;
৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা;
৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;
৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণপূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৭. প্রতি সমিতি হতে গড়ে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. প্রতিটি সদস্যের বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার টাকা হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অভিপ্রায়ে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ আগামী ৩০ জুন ২০২১ হতে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম, সম্পদ, দায় ইত্যাদি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সকল সম্পদ, দায়সহ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ২৭৮৫১ টি সমিতির সম্পদ ও দায় এবং ৫৩৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারাদেশে ৪৮৫ উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

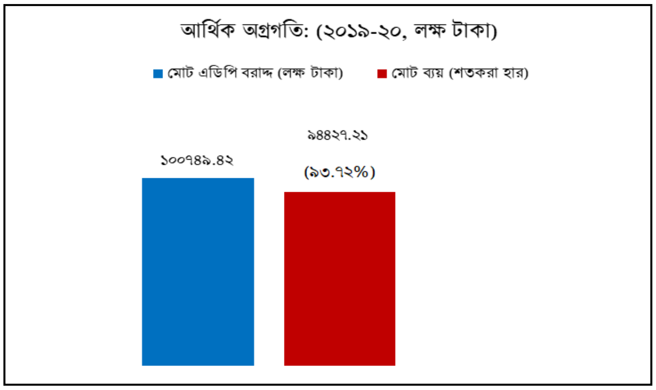

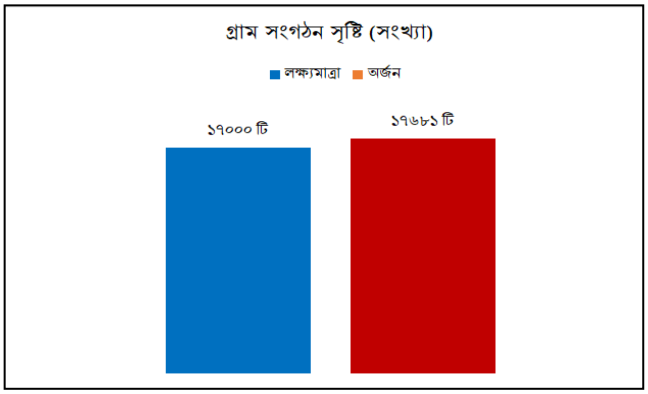

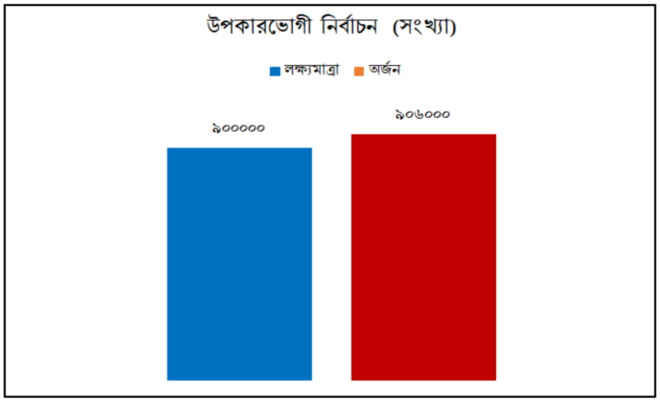

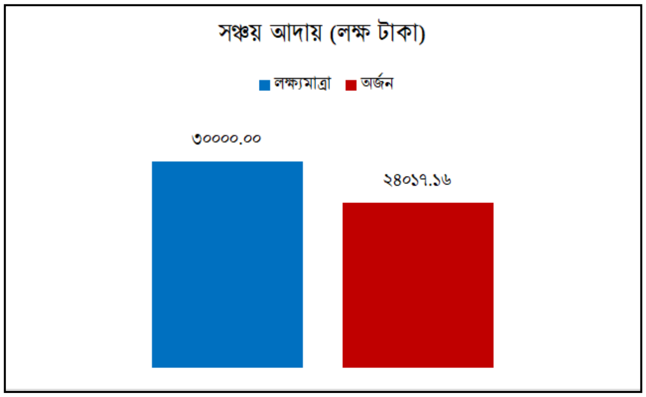

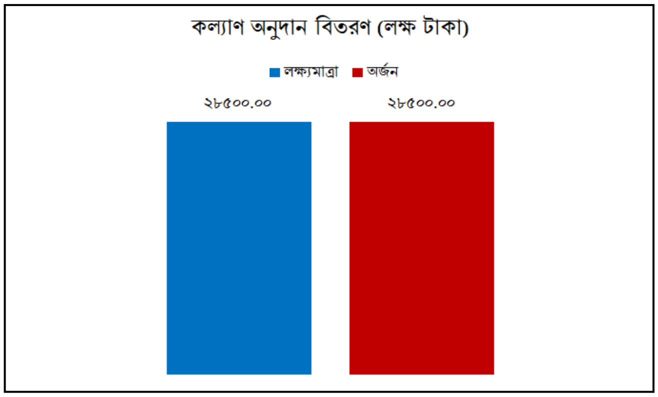

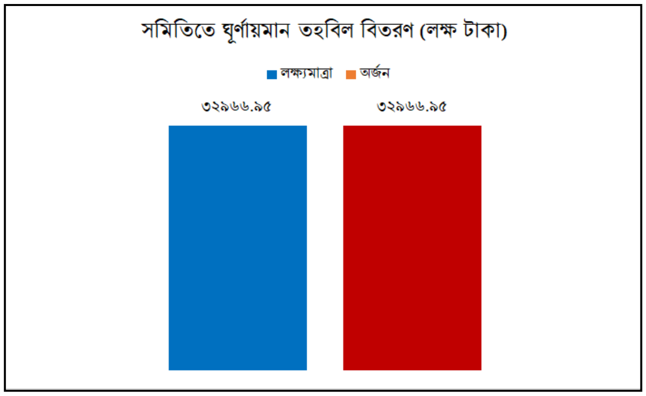

২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

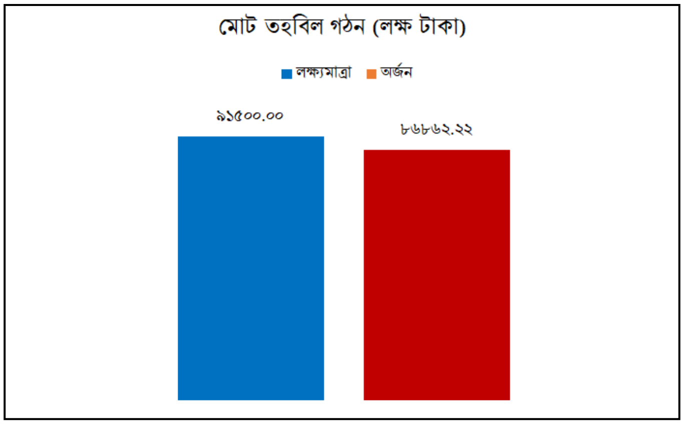

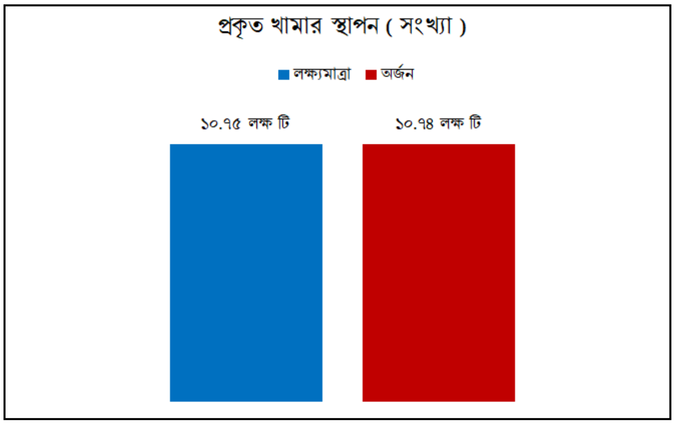

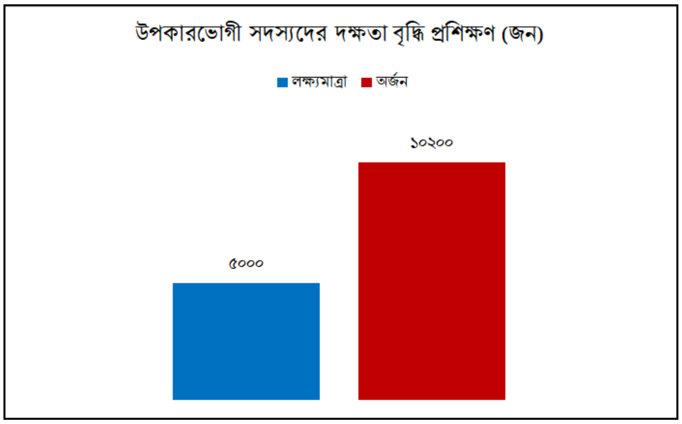

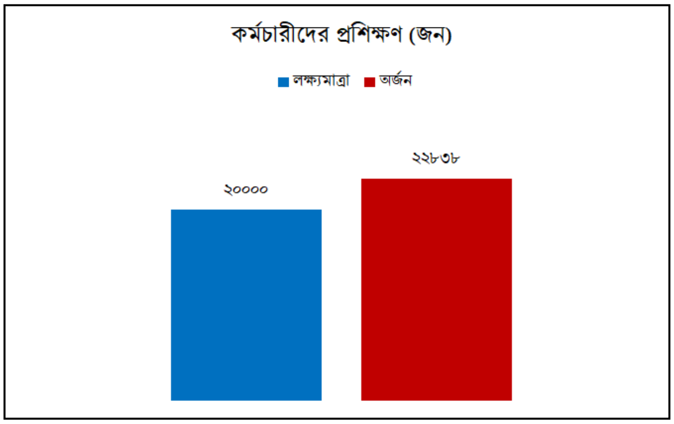

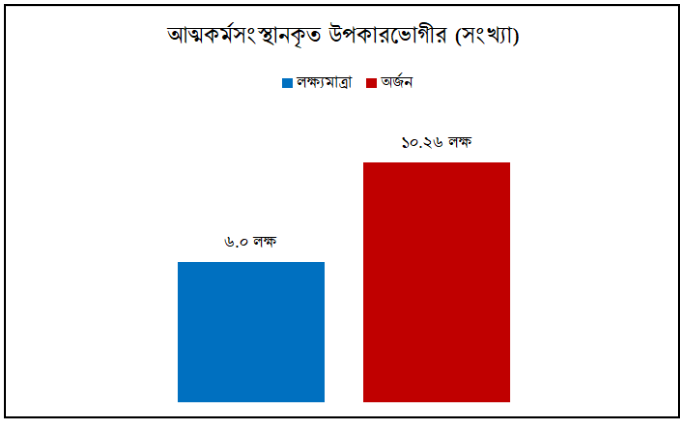

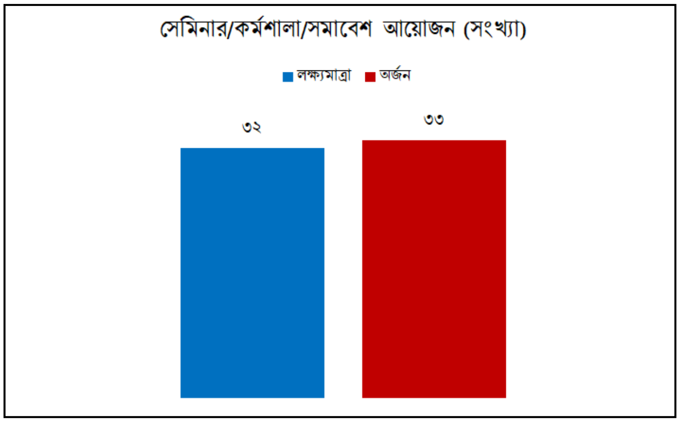

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র

৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গত ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত ৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে রাজশাহীতে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অর্ধ-বার্ষিক কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব রেজাউল আহসান।

গত ২৩ জুন, ২০২০ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ভিডিও কনফারেন্সকালীন চিত্র।

গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এবং উপজেলা সমন্বয়কারীগণের ৫দিন ব্যাপি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কোর্সে প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালকগণের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার।

৪৯ তম মহান বিজয় দিবসে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যান্ত্রিক বহর (১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯)

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক -এর পক্ষ হতে গত ১৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

গত ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বার্ড-কুমিল্লায় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের 'কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যাবহার বিষয়ক' ৩ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বক্তব্য প্রদান ও সনদ বিতরণ করেন জনাব নজির আহমদ, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।

মাছ চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ছেন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার পারুলিয়া ও মাঝেরচর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ স্বপন ভূইয়া। তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। (তথ্যঃ ২২ জানুয়ারি, ২০২০)

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে গবাদিপশু পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কাজুলিয়া উত্তরপাড়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ আফরোজা বেগম

মুরগীর খামারের মাধ্যমে উন্নত জীবন-যাপন করছেন নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার লাখপুর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ মানিক ভূঁইয়া। তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা আয় করেন। (তথ্য: ২৩ জানুয়ারি, ২০২০)

মৃৎ শিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বোয়ালমারী আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য নিয়তী রাণী।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার জবসেন আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ ইয়াসমিন বেগম